উৎপীড়ন অবসানের জন্য প্রয়োজন-তালিকা

The Checklist for Ending Tyranny

Peter Ackerman and Hardy Merriman

From the book: 'Is Authoritarianism Staging a Comeback?'
Editors: Mathew Burrows and Maria J. Stephan
The Atlantic Council, Washington, D.C. - 2015
Translation: Rizwana Yusuf, October 2018 (Evaluator: Asis Kumar Das)

© ২০১৪ পিটার অ্যাকারম্যান এবং হার্ডি মেরিম্যান

উৎপীড়ন অবসানের জন্য প্রয়োজন-তালিকা

লিখেছেন: পিটার অ্যাকারম্যান ও হার্ডি মেরিম্যান

বর্তমানে বিশ্বের সব চেয়ে মারাত্মক সংঘাতগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের হয় না, বরং রাষ্ট্রগুলির নিজেদের ভিতরেই তা হয়, তারা যাদের নিপীড়ন করে সেই জনসমষ্টির বিরুদ্ধে তারা উৎপীড়কদের ছেড়ে দেয়। অধিকাংশেরই বিশ্বাস, নিপীড়িত জনসমষ্টির সামনে দুটি পছন্দ-বাছাই আছে: চুপ করে থাকলে উৎপীড়ন কিছুটা হলেও কম হবে এই আশায় তা মেনে নেওয়া, অথবা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে হিংসাত্মক গণ-বিদ্রোহ গড়ে তোলা। এই সীমাবদ্ধ অভিমতটিকে যে সত্য খণ্ডন করে দিয়েছে তা হল, সাধারণ ভাবে যতটা মনে করা হয় তার থেকে অনেক বেশি ঘন-ঘন গণ-প্রতিরোধ অভিযান (যাকে অনেক সময় "জনগণের-ক্ষমতা" আন্দোলন বা অহিংস সংঘাত বলা হয়) সংঘটিত হয়েছে। ১৯০০ সালের শুরু থেকে কোনো ক্ষমতাসীন শাসককে চ্যালেঞ্জ করে প্রতি বছর গড়ে একটি করে বড় গণ-প্রতিরোধ অভিযান হয়েছে।[১] ১৯৭২ সাল থেকে নাগরিক-নেতৃত্বাধীন এই সব আন্দোলনগুলিই ভৌগ-রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বেশির ভাগ সংঘাত ও গণতান্ত্রিক উৎক্রমণগুলির ফলাফলকে আরও বেশি করে স্থির করে দিয়েছে।[২] তবুও নীতি-নির্ধারক, পণ্ডিত, সাংবাদিক ও অন্যান্য আগ্রহী পর্যবেক্ষকরা উৎপীড়নকে দুর্বল করে দেওয়া এবং হিংসা ছাড়াই অধিকারগুলি অর্জনের ক্ষেত্রে আম-জনগণের এই সামর্থ্যকে অনবরত খাটো করে দেখেন।

বিশ্লেষণের একটি অন্ধকার দিক

তৃণমূল স্তরের গণ-প্রতিরোধ কী-ভাবে নিজের ক্ষমতা এবং রূপান্তর সম্ভাবনা-শক্তি দেখিয়ে জনগণকে বিস্মিত করে দিতে পারে তার উদাহরণ হল ২০১১ সালে তিউনিসিয়া ও ইজিপ্টের এবং অতি-সম্প্রতি ২০১৪ সালে ইউক্রেনের অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানগুলি যে শুরু হচ্ছে কেউই তা টের পায়নি, কিন্তু সে-জন্য এগুলি মোটেই অসাধারণ হয়ে যায় না। সার্বিয়া (২০০০), জর্জিয়া (২০০৩) ও ইউক্রেনে (২০০৪) "রঙিন বিপ্লব"গুলি ("Color Revolutions") যে আসছে কেউ কেউ বুঝতে পারলেও তাদের সংখ্যা

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

খুব নগণ্য। কয়েক দশক আগেও কেউ আন্দাজ করেনি যে ফিলিপাইনসের একনায়কতন্ত্রী ফার্দিনান্দ মার্কোস (১৯৮৬), চিলির একনায়কতন্ত্রী অগাস্তো পিনোচেত (১৯৮৮), পোল্যান্ডের সোভিয়েত শাসন (১৯৮৯) বা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী শাসনের (১৯৯২) পতনে সংগঠিত অহিংস প্রতিরোধ কোনো নির্ধারক ভূমিকা রাখবে।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞরা যেহেতু এগুলি সহ অন্যান্য অহিংস সংঘাতগুলির ব্যাখ্যা দিতে হিমশিম খায়, ফলে প্রায়শই তারা সিদ্ধান্তে আসে যে, সফল গণ-প্রতিরোধের ওই ঘটনাগুলি হল কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট দেশের অসাধারণ এক গুচ্ছ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঘটে-যাওয়া সব ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম। এগুলির গতিময়তাকে যেহেতু ঘটনা-নির্দিষ্ট হিসেবে দেখা হয়, তাই যা দিয়ে জনসমষ্টি ব্যাপক বিচিত্র রকমের নিপীড়কদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে এমন একটি সাধারণ সামগ্রিক-কৌশলের সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে এগুলিকে ধরে নেওয়া হয় না। তবে সারা বিশ্ব জুড়ে উৎপীড়করা এই অন্ধত্বে ভোগে না। তারা জনগণের-ক্ষমতা আন্দোলনগুলিকে তাদের চালু শাসনের সামনে সব চেয়ে বড় হুমকি হিসেবে মেনে নিয়েছে।

গত দশক থেকে অহিংস সংঘাতের ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে যারা গণতান্ত্রিক পরিবর্তনকে সমর্থন করে তাদের জন্যে একটি বিষয় নির্ণায়ক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা হল জনগণের-ক্ষমতা আন্দোলনগুলি কেন সফল হচ্ছে সে-সম্পর্কে তাদের উপলব্ধিকে হালনাগাদ করা। আলাদা আলাদা বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে অহিংস সংঘাত কাজে আসার কারণ, এটি দুইটি মৌলিক বাস্তবতাকে কাজে লাগায়। প্রথমটি হল, নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যে কর্তৃত্ববাদী শাসনগুলি তাদের হাতে নিপীড়িত জনসমষ্টির ব্যাপক আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। আর দ্বিতীয়টি হল, ওই সব শাসনে সবাই সমান ভাবে বিশ্বস্ত নয়।

গণ-প্রতিরোধ কী-ভাবে কাজ করে

এই দুই বাস্তবতার আলোকে গণ-প্রতিরোধকারীরা একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করা এবং অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার অর্জন করার জন্য জনসমষ্টিগুলিকে ধর্মঘট, বর্জন, গণ-বিক্ষোভ ও অন্যান্য কার্যকলাপের মতো বিশেষ-কৌশলগুলির মাধ্যমে তাদের আনুগত্য সুসম্বদ্ধ ভাবে প্রত্যাহার করা এবং অহিংস চাপ প্রয়োগ করার জন্য সমাবেশিত করে। গণ-প্রতিরোধে অংশগ্রহণ যখন বৈচিত্র্যময়

হয়ে ওঠে ও বড় আকার ধারণ করে, তখন বেশির ভাগ সময়ই শান্ত ভাব ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিরোধকারীদের উপর দমনপীড়ন অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে, এবং পরিবর্তে কার্যত এর প্রত্যাঘাত হয়।

বিপর্যস্ততা যত চলতে থাকে, সরকার এবং রাষ্ট্রের পক্ষে নির্ণায়ক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির (অর্থাৎ, পুলিশ, সেনাবাহিনী, সংবাদ-মাধ্যম এবং রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সত্তাগুলি) মধ্যেও ফাটল দেখা দিতে শুরু করে। এই সব ফাটল থেকে অনেক সময় পক্ষত্যাগের ঘটনা ঘটে। আর পক্ষত্যাগ যখন বিরামহীন ভাবে হতে থাকে, তখন কোনো কর্তৃত্ববাদী নিজেদের শাসনের জন্য যে সার সামর্থ্যগুলির উপর নির্ভর করে — অর্থাৎ বস্তুগত সম্পদ-সংস্থান, মানব সম্পদ-সংস্থান, জনগণের দক্ষতা ও জ্ঞান এবং তথ্য পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ, আর নিষেধাজ্ঞা জারির সামর্থ্য — সে-সব কিছুই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের আদেশগুলি জারি করার মতো কার্যকরী আর কোনো হুকুম-শৃঙ্খল টিকে না থাকার ফলে, উৎপীড়করা অবশেষে বিকল্প-উপায়হীন হয়ে পড়ে। নিরবচ্ছিন্ন অহিংস চাপের মুখে তখন সে গদি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এর ফলে সংঘটিত হয় বিপুল পরিবর্তন।

দক্ষতা বনাম পরিস্থিতি

গণ-প্রতিরোধের ঘটনা ও অভিঘাত যেহেতু দিন-দিন বাড়ছে, তাই কী কী উপাদান এর ফলাফলগুলিকে নির্ধারণ করে সেটা পরীক্ষা করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো আন্দোলন অথবা কর্তৃত্ববাদীর মধ্যে কে জিতবে সেটা কি সংঘাত শুরুর আগের পরিস্থিতি নির্ধারণ করে দেয়? অথবা কোনো এক পক্ষের জয়লাভ কি তারা যে-সব সামগ্রিক-কৌশলগত পছন্দ-বাছাই ও দক্ষতা নিয়ে সংঘাত চালায় সেটা দিয়েই বেশি নির্ধারিত হয়?

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অন ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট-এর (আন্তর্জাতিক অহিংস সংঘাত কেন্দ্র, আমরা যার একটি অংশ) পরম-উদ্দেশ্যের একটি নির্ণায়ক দিক হল আন্দোলনের গতিপথ ও ফলাফল নির্ধারণে দক্ষতা যে পরিস্থিতির চেয়ে সামগ্রিক বিচারে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করা। এই মতটি প্রায়শই প্রতিপক্ষের হিংসা ব্যবহারের ইচ্ছা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে মনোযোগী জোরালো প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়ে। প্রায়ই এ-রকম একটা ধুয়া তোলা হয় যে, "অহিংস প্রতিরোধ শুধু নিরীহ বা কোমল প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধেই কার্যকর হয়"। কিন্তু অনায়াসে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী শাসন, চিলির পিনোচেত, ফিলিপাইনসের মার্কোস বা পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট শাসনের

পরাজয়ের কথা ভুলে যাওয়া হয়। সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণের মধ্যে আছে মিশরের হোসনি মোবারক এবং তিউনিশিয়ার বেন আলি। এই সব শাসনগুলির কোনোটাকেই কোমল, নিরীহ বা কঠোর দমনপীড়নে অনিচ্ছুক বলে দাবি করা যায় না।

এই গুণবাচক উদাহরণগুলির সমর্থনে সংখ্যাবাচক বিশ্লেষণও আছে। ২০০৮ সালে *ফ্রিডম হাউজ* নামের এক সংগঠন একটি গবেষণা-সমীক্ষা চালায়। এতে ১৯৭৫ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে কর্তৃত্ববাদী সরকার থেকে ৬৪টি উৎক্রমণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাঠামোগত উপাদান ও গণ-প্রতিরোধের উপর সেগুলির প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। এর মুখ্য সিদ্ধান্তগুলির একটি অংশবিশেষ দেওয়া হল:

> ...সমীক্ষাটিতে পরীক্ষা করা রাজনৈতিক অথবা পরিবেশগত কোনো উপাদানেরই গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর পরিসাংখ্যিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ জোরালো প্রভাব পাওয়া যায়নি। ...পুরজন-আন্দোলন কম উন্নত ও অর্থনৈতিক ভাবে গরিব দেশগুলিতে যেমন সফল হতে পারে, উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজগুলিতেও সেই একই রকম সফল হতে পারে। কোনো সংবদ্ধ পুরজন-বিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনাগুলির উপর জাতিগত বা ধর্মীয় মেরুকরণের কোনো মুখ্য জোরালো প্রভাব থাকার সপক্ষেও এই সমীক্ষায় কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলেনি। পুরজন-আন্দোলনগুলির ব্যাপক সমর্থন অর্জন করার সক্ষমতার উপরও শাসনের ধরনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে বলে মনে হয় না।[৩]

সমীক্ষাটিতে পরীক্ষা করা একমাত্র যে উপাদানটির পরিসাংখ্যিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির আত্মপ্রকাশ ও ফলাফলের উপর পাওয়া গেছে, সেটি হল সরকারের কেন্দ্রীকরণ। লেখকরা বলছেন যে:

> সমীক্ষাটি দেখায়, শাসন-কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার সম্ভাবনা-শক্তি সহ বলিষ্ঠ একটি পুরজন-আন্দোলনের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে উচ্চ অংশাঙ্কের কেন্দ্রীকরণ ইতিবাচক ভাবে পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত। আবার এটার উলটোটাও দেখা যাচ্ছে সত্য: সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের অংশাঙ্ক যত বেশি হয়, পুরজন-সমাবেশ করার একটি সফল আন্দোলনও তত কম জেগে উঠবে দেখা যায়।[৪]

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

অতএব, সমীক্ষাটি যেখানে গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির গতিপথকে প্রভাবিত করে এমন একটি পরিবেশগত পরিস্থিতিকে দেখাচ্ছে, তখন তার সর্বাঙ্গীণ পর্যবেক্ষণ-প্রাপ্তিগুলি দৃঢ় ভাবে যে দাবিটিকে গোড়া থেকেই নাকচ করে দিচ্ছে সেটা হল, পরিস্থিতি এ-সব সংঘাতগুলির ফলাফলের নির্ধারক।

তিন বছর পরে, দুই জন পণ্ডিত এরিকা চেনোওয়েথ ও মারিয়া স্টেফান প্রকাশ করেন তাদের ২০১১ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত বই *হোয়াই সিভিল রেজিসটেন্স ওয়ার্কস: দ্য স্ট্র্যাটেজিক লজিক অব ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট*। এখানে তারা ১৯০০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছে এমন ৩২৩টি হিংসাত্মক ও অহিংস গণ-অভিযান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করেন।[৫] তাদের যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ-প্রাপ্তিগুলি দেখাচ্ছে যে অহিংস গণ-অভিযানগুলি সফল হয়েছে ৫৩ শতাংশ ক্ষেত্রে, যেখানে বিপরীত ভাবে হিংসাত্মক গণ-অভিযানগুলি সফল হয়েছে ২৬ শতাংশ ক্ষেত্রে।[৬] তারা আরও দেখেন, রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন ও অন্যান্য কাঠামোগত উপাদানগুলি কোনো গণ-প্রতিরোধ অভিযানের সাফল্যের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারলেও (যদিও প্রায়শই সাধারণ ভাবে যতটা মনে করা হয় তার চেয়ে কম হারে — হিংসাত্মক রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের ঘটনার ক্ষেত্রে এটি সাফল্যের হারকে শুধুমাত্র ৩৫%-এ কমিয়েছে), তারা এমন কোনো কাঠামোগত পরিস্থিতি পাননি যা আন্দোলনের ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্ধারক হয়ে উঠেছিল।[৭] প্রামাণ্য-তথ্য বিশদ ভাবে মূল্যায়ন করে তারা সিদ্ধান্তে আসেন, “সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখায় যে গণ-প্রতিরোধ হামেশাই সফল হয়েছে পরিবেশগত পরিস্থিতি নির্বিশেষে, যেটাকে অনেক লোকই অহিংস গণ-অভিযানের ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত করে।’[৮]

এই ফলগুলি স্পষ্ট করে দেয় সেই সব বেঠিক পূর্বানুমানগুলিকে, যেগুলির উপর ভিত্তি করে গণ-প্রতিরোধ সম্পর্কে পরম্পরাগত প্রজ্ঞা দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সময়ই এই সব সংঘাতের ফলাফল নির্ধারণে পরিস্থিতিগুলির চেয়েও বেশি পার্থক্য গড়ে দেয় দক্ষতা ও সামগ্রিক-কৌশলগত পছন্দ-বাছাই। এতে আসলে আশ্চর্যের কিছু নেই যখন আমরা দেখি যে উৎপীড়নের মোকাবেলায় তার বিরোধীদের প্রথম সামগ্রিক-কৌশলনির্ভর সিদ্ধান্তই হল কী-ভাবে লড়তে হবে তা নিয়ে। কাজেই এটা আশা করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, যদি ফলাফল নিধার্রণে বাহ্যিক পরিস্থিতিগুলিই মুখ্য হয়ে থাকে, তা হলে উৎপীড়নকে চ্যালেঞ্জ করে জনগণ কী-ভাবে লড়বে সে-বিষয়ে সামগ্রিক-কৌশলগত পছন্দ-বাছাইয়ে

কিছু এসে যাবে না, এবং হিংসাত্মক এবং অহিংস সংঘাতের সাফল্যের হার বিভিন্ন সময়ে ও অনেক ঘটনাতেই সমান থাকবে।

কিন্তু প্রামাণ্য-তথ্য বলছে ভিন্ন কথা। ১৯০০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে জনগণের-ক্ষমতা আন্দোলন দ্বিগুণ সাফল্য পেয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনা-সমীক্ষাগুলি দেখায় যে, সাফল্যের হারের তারতম্য তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বদলায়নি।[৯] কেউ কেউ হয়তো পালটা বিরোধিতা করে জোর দিয়ে বলবেন, গণ-প্রতিরোধকারীরা সেই লড়াইগুলিই বেছে নেয় যেগুলি তুলনায় সহজে জেতা যায়। কিন্তু চেনোওয়েথ ও স্টেফান সেই যুক্তি-তর্ক আগেই আঁচ করে দেখিয়েছেন, "...ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অহিংস গণ-অভিযানই আত্মপ্রকাশ করেছে কর্তৃত্ববাদী শাসনতন্ত্রগুলিতে... যেখানে সরকারের বিরুদ্ধে এমনকী শান্তিপূর্ণ বিরোধিতারও ভয়ানক পরিণতি হতে পারে।"[১০]

নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী অর্থনীতিবিদ থমাস শেলিং ৫০ বছরেরও আগে লেখা *সিভিলিয়ান রেজিসটেন্স অ্যাজ আ ন্যাশনাল ডিফেন্স: ননভায়োলেন্ট অ্যাকশন এগেইনস্ট অ্যাগ্রেসন* বইয়ের একটি প্রবন্ধে এটি সঠিক ভাবেই রেখেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল এ-রকম:

> উৎপীড়ক এবং তার অধীনরা কিছুটা প্রতিসম অবস্থানে থাকে। উৎপীড়ক যা চায়, তারা সেটার বেশির ভাগটাই অস্বীকার করতে পারে। করতে পারে, অর্থাৎ, যদি সংযুক্তি প্রত্যাখ্যান করার মতো তাদের সুশৃঙ্খল সংগঠন থাকে তবেই। আবার সে-ও যা তারা চায় সে-সব কিছুই অস্বীকার করতে পারে। সে অস্বীকার করতে পারে তার আজ্ঞাবাহী বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে...। এটা অনেকটা দর-কষাকষির অবস্থা, যেখানে যে পক্ষ যত বেশি সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত থাকবে, ততটাই সে অপর পক্ষ যা চায় তার বেশির ভাগটাই অস্বীকার করতে পারবে। ফলে কে জেতে সেটাই দেখার।[১১]

শেলিং-এর মতে, গণ-প্রতিরোধকারীদের নির্বাচিত বিশেষ-কৌশলগুলির জন্য ব্যয় এবং সুফল দুটোই আছে। একই কথা প্রযোজ্য তাদের কর্তৃত্ববাদী বিরোধীর নেওয়া বিশেষ-কৌশলগুলির ক্ষেত্রেও। ব্যয় এবং সুফলগুলিকে নিজেদের পক্ষের স্বার্থে যে নায়ক সব চেয়ে বেশি পটুত্বের সঙ্গে ছড়িয়ে দেয়, সেই হয় বিজয়ী। দক্ষ গণ-প্রতিরোধ নেতা বিপর্যস্ততা তৈরি করে যত বেশি সম্ভব পক্ষত্যাগ বাড়াতে চায়। আর সব চেয়ে বেশি চায় এমন বিশেষ-কৌশল প্রয়োগ করতে, যাতে আপেক্ষিক ভাবে কম বিপর্যস্ত

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

করে বেশি সংখ্যায় পক্ষত্যাগ করানো যায়। দক্ষ কর্তৃত্ববাদীকে আনুগত্য জারি রাখতে হয়। সেটা অনেক ক্ষেত্রেই করতে হয় হিংসা প্রয়োগ করে। সে সব চেয়ে বেশি চায় যথাসম্ভব কম হিংসা প্রয়োগ করে যথাসম্ভব বেশি আনুগত্য হাসিল করতে। মুখোমুখি দাঁড়ানো পক্ষত্যাগ ও আনুগত্যের খাতে ক্রমসঞ্চিত সমষ্টিফলই নির্ধারণ করে দেয় কে জিতবে।

প্রয়োজন-তালিকা

যদি গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির ফলাফলের উপরে দক্ষতা ও সামগ্রিক-কৌশলগত পছন্দ-বাছাইয়ের প্রভাব সব চেয়ে বেশি হয়, তা হলে এক গুচ্ছ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনগুলির মধ্যে সাফল্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ছড়িয়ে থাকা সক্ষমতা, দক্ষতা ও পছন্দ-বাছাইগুলিকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। কোনো আন্দোলনের বিভিন্ন বিশেষ দিকগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু অসংখ্য পরিবর্তীকে ঝাড়াই-বাছাই করে আমরা দেখলাম যে, সফল গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনটি মুখ্য সক্ষমতা হল:

১) মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা
২) পরিচালন পরিকল্পনা
৩) অহিংস শৃঙ্খলা

কোনো গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনে এই সক্ষমতাগুলি উপস্থিত থাকলে তা তিনটি শক্তিশালী প্রবণতার জমি প্রস্তুত করে দেয় যাতে স্পষ্ট হয় যে আন্দোলনের সাফল্যের উপর এগুলিও উঁচু মাত্রায় অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রবণতাগুলি হল:

১) গণ-প্রতিরোধে অসামরিক লোকজনদের ক্রমশ-বেড়ে-চলা অংশগ্রহণ
২) দমনপীড়নের ক্রমশ-কমতে-থাকা অভিঘাত এবং ক্রমশ-বেড়ে-চলা প্রতিঘাত
৩) কোনো আন্দোলনের প্রতিপক্ষের ভিতর থেকে ক্রমশ-বেড়ে-চলা পক্ষত্যাগ

সব মিলিয়ে, এই তিনটি গুণ ও তিনটি প্রবণতাকে আমরা “প্রয়োজন–তালিকা” বলতে পারি। আমাদের বিশ্বাস, এই গুণ ও প্রবণতাগুলি অর্জনের মাধ্যমে আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাব্যতা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়ে যায়। এই দিক থেকে, এই প্রয়োজন-তালিকাটি এমন কোনো সূত্র নয় যা

কোনো ফলাফলের নিশ্চয়তা দেবে। বরং বলা যায় এটি একটি রূপরেখা, যা মানুষের চিন্তাকে সংগঠিত করতে ও তাদের কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করে।

অতএব, এই তালিকার একটি কাজ হল মনের বিভ্রমকে কাটানো, যেটা কোনো সংঘাত চলাকালীন চেপে বসতে পারে। কোনো গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনকে সব চেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে হয় তার মধ্যে একটি হল জটিলতা। কোন উপাদানগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা সংঘাতের ধোঁয়াশার মধ্যে বোঝা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। আমরা মনে করি, এক জন সক্রিয়-কর্মী বা বাহ্যিক পর্যবেক্ষক যদি কোনো আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে চান, তা হলে এই প্রয়োজন-তালিকার তিনটি সক্ষমতা ও তিনটি প্রবণতা উপস্থিত আছে কি না সেটা খুঁজে দেখলেই কোনো আন্দোলনের বর্তমান হালচাল, শক্তিমত্তা, দুর্বলতা ও সাফল্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করার একটি মজবুত ভিত্তি পাওয়া যাবে।

নিচে আমরা প্রয়োজন-তালিকাটি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলছি:

১) জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার সক্ষমতা

কর্তৃত্ববাদীরা ভাগ করো এবং শাসন করো নীতির নিপুণ কারবারি। ফলে যারা তাদের চ্যালেঞ্জ করবে, ঐক্য গড়ে তোলার কাজে তাদের আরও নিপুণ হতে হবে। ঐক্য গড়ে তোলা ও বজায় রাখার অনেকগুলি দিক আছে। তবে এটি গড়ে তোলার প্রধানতম বিশেষ দিকটি হল, কোনো গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য একটি পারস্পরিক আলোচনা-নির্ভর এবং সামুদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। এই আবশ্যিকতাগুলি অর্জন করার মাধ্যমে যে নানা ধরনের জনতাকে ওই আন্দোলনের সংগঠকরা সমাবেশিত করতে চায় তাদের ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করে। জনগণের ব্যাপক সমর্থনকে টেনে আনে এবং তাদের সমাবেশিত করে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত করা ও ছড়িয়ে দেওয়ার ভিত্তিকে এই জ্ঞানই গড়ে দেয়। কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আম-জনগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে অনুরণিত হয় এবং যৌথ গণ-প্রতিরোধে অংশগ্রহণের জন্য তাদের ডাক দেয়।

ঐক্য গড়ে তোলার আরেকটি নির্ণায়ক বিশেষ দিক হল, প্রকৃত অর্থে একটি নেতৃত্বের উপস্থিতি এবং একটি সাংগঠনিক কাঠামো। আন্দোলনে অংশগ্রহণটা হল স্বেচ্ছামূলক, এবং সেই হিসেবে, জনসমষ্টিকে

সমাবেশিত করার উপর আনুষ্ঠানিক আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব নেতাদের হাতে থাকে না। তার অর্থ, কোনো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পালন এমন ভাবে হতে হবে যাতে যে জনতাকে সমাবেশিত হতে বলা হচ্ছে তাদের কাছে সেটা বৈধ মনে হয়। এটা করার জন্যে প্রতিটি আন্দোলন তাদের নিজস্ব পথ তৈরি করে নেয় — কেউ অতিরিক্ত পদমর্যাদা-ক্রম মেনে চলে, কেউ আবার অতিরিক্ত বিকেন্দ্রীভূত পথ বেছে নেয়। আবার কেউ কেউ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুটোরই এক সংমিশ্রণ ঘটায়। একটি আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামো যেমনই হোক, আন্দোলনগুলিতে বিভিন্ন রূপের নেতৃত্ব থাকে, এবং ঐক্য এগুলির মধ্যে ঐকতান বজায় রাখে। প্রত্যেক খেতাবধারী বা আকর্ষণী জাতীয় নেতার অধীনে এমন বহু স্থানীয় নেতা থাকে, যাদেরকে জোট তৈরি করা, দরকষাকষি করা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতরের স্বার্থগুলিকে সমষ্টিবদ্ধ করে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। বিভিন্ন মাপের (স্থানীয় বা জাতীয়), দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন নেতাদের এক যোগে কাজ করতে পারার এই সক্ষমতাই দীর্ঘমেয়াদি ঐক্য ধরে রাখতে পারে।

১৯৮০-র দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনে ব্যবহৃত গণ-প্রতিরোধে আমরা ঐক্যের এই দুটি বিশেষ দিকেরই সাক্ষ্যপ্রমাণ পাই। সেই দশকে শত শত স্থানীয় পুরজন গোষ্ঠী একই সঙ্গে বর্ণবৈষম্যকে নির্মূল করা ও জাতীয় স্তরে আবার মীমাংসায় আসার জন্য একটি সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি, বিশুদ্ধ জল ও পরিষেবার অধিকারের মতো পুর-বিষয়ক দাবির সপক্ষে বলার জন্য এগিয়ে এসেছিল। এই পুরজন গোষ্ঠীগুলি মিলিত হয়ে গড়ে তোলে ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এদের স্থানীয় নেতারা স্থানীয় সমস্যাগুলির জন্য বিকেন্দ্রীভূত বিশেষ-কৌশলগুলিকে (যেমন, উপভোক্তা বর্জন) যেমন কার্যকর ভাবে প্রয়োগে নেতৃত্ব দিতে পারত, আবার একই সঙ্গে আরও বড় আকারের সাংগঠনিক কাঠামো এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগ ও সংযুক্তি বজায় রাখতে পারত।

২) পরিচালন পরিকল্পনা

কার্যকর গণ-প্রতিরোধ চালানো সাধারণত যেমন মনে করা হয়ে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। জনগণ যখন গণ-প্রতিরোধের কথা ভাবে, তখন মনে যে চিত্রকল্পটি আসে তা হল প্রতিবাদ। কিন্তু তা

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

সত্ত্বেও, আক্ষরিক অর্থেই দেখতে-পাওয়া শত শত বিশেষ-কৌশলের মধ্যে এটি মাত্র একটি। সব চেয়ে কার্যকর আন্দোলনগুলি বোঝে কোন বিশেষ-কৌশল বাছতে হবে, কখন, কোথায়, কী-ভাবে ও কার মাধ্যমে তাকে প্রয়োগ করতে হবে, এর নিশানা কী হবে এবং এটাকে অন্যান্য বিশেষ-কৌশলগুলির মধ্যে কোন পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করতে হবে।

এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে হলে কোনো আন্দোলনের ও তার প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা থাকা দরকার, এবং একই সঙ্গে সংঘাতের পরিবেশ এবং সংঘাতকে প্রভাবিত করতে পারে এমন নিরপেক্ষ বা অঙ্গীকারমুক্ত পক্ষগুলির (আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা সহ) একটি পরিমাপ থাকা দরকার। এই তথ্য থেকে আন্দোলনগুলি কার্যকরী স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি অভিলক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট পরিচালন পরিকল্পনা বিকশিত করতে পারে। বাস্তব ঘটনাপ্রবাহে সাড়া দিয়ে সময়ান্তরে ওই পরিকল্পনাগুলি যেমন বিকশিত হবে (সব পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই যেমন হয়), তেমনই কোনো আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের কাছে পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও মনোভাব তৈরি করাটা স্বয়ং কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনার থেকেও বেশি নির্ণায়ক।

প্রসঙ্গত, কোনো সংঘাতের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং পরিস্থিতিকে আমরা এই পরিচালন পরিকল্পনাতেই সব চেয়ে স্পষ্ট ভাবে পরস্পরছেদ করছে দেখতে পাই। পরিচালন পরিকল্পনার ভিত্তি হল কোনো আন্দোলনের সামনে চলে-আসা অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলির পরিমাপ। এর পর আন্দোলন দক্ষতা ও সামগ্রিক-কৌশলগত পছন্দ-বাছাই ব্যবহার করে অনুকূল পরিস্থিতিগুলিকে কাজে লাগানো এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলিকে জয় করা, রূপান্তরিত করা বা মোকাবেলা করার পরিকল্পনা করে।

পরিচালন পরিকল্পনার একটি স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় ১৯৮০-র দশকে পোল্যান্ডের সংহতি (*Solidarność*) আন্দোলনে। নিজেদের শক্তিমত্তা ও সক্ষমতা বুঝে নিয়ে শ্রমিকরা স্বাধীন ট্রেড-ইউনিয়নের জন্য একটি ক্ষমতাশালী ও রাজনৈতিক ভাবে বাস্তবসম্মত দাবি সূত্রবদ্ধ করে (কিন্তু সে-সময়ের পক্ষে অর্জন-করা-অসম্ভব লক্ষ্য কমিউনিস্ট শাসন অবসানের জন্য ডাক দেওয়া থেকে নিজেদের সংযত রাখে); তারা তাদের বিরোধী পক্ষের অর্থনৈতিক কমজোরিগুলি এবং বৈধতার অভাবের বিপরীতে শ্রমিকদের সংগঠিত করা ও বৈচিত্র্যময় শ্রমিকদের সংহত করার কাজে নিজেদের

শক্তিমত্তাকে একত্রিত করে; এবং নিজেদের কর্মস্থলগুলি দখল করে রেখে আঘাত করার কার্যকরী বিশেষ-কৌশল বেছে নেয় (নিজেদের কর্মস্থলগুলি ছেড়ে বেরিয়ে এসে মিছিল না করে, যা আগের বছরগুলিতে করতে চেষ্টা করার ফলে দমনপীড়নের মুখে তাদের কমজোরি করে দিয়েছিল)। শ্রমিকরা বিশেষ করে ছাপাখানা ও স্বাধীন সাময়িকপত্রের মতো বিকল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর করার ফলে এটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ওইগুলি আগের দশক জুড়ে বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগ সহজ করে তুলতে শুরু করা হয়েছিল। একটি সামগ্রিক-কৌশলগত অভিলক্ষ্য, একটি যথাযথ নিশানা, এবং সক্ষমতার মধ্যে-থাকা যথাযথ বিশেষ-কৌশলগুলি (কর্মস্থল-দখল-করে ধর্মঘট ও বিকল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার) নির্বাচনের মাধ্যমে সংহতি (*Solidarność*) আন্দোলন কার্যকরী ভাবে সংঘাতের পরিবেশের মধ্যে পাড়ি দেয়, প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলিকে জয় করে, এবং নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য একটা গণতান্ত্রিক পোল রাষ্ট্র তৈরির দিকে এগিয়ে যায়, যা ১৯৮৯ সালে অর্জিত হয়েছিল।[১২]

৩) অহিংস শৃঙ্খলা

গণ-প্রতিরোধের ব্যবহারিক গতিময়তার মর্মবস্তু হল অহিংস শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অর্থাৎ, প্ররোচনা সত্ত্বেও প্রতিরোধকারীদের অহিংস থাকার সক্ষমতা। অহিংস শৃঙ্খলার মাধ্যমে আন্দোলনগুলি অসামরিক লোকদের অংশগ্রহণে চরম বৃদ্ধি ঘটায়, প্রতিপক্ষের দমনপীড়ন করার ব্যয় বাড়িয়ে দেয়, দমনপীড়নের প্রতিঘাত হওয়ার সম্ভাব্যতা বাড়ায়, এবং কোনো প্রতিপক্ষের ক্ষমতার মুখ্য ধারক-স্তম্ভগুলির মধ্যে থেকে পক্ষত্যাগকে অনেকটাই উৎসাহিত করতে পারে। চেনোওয়েথ ও স্টেফানের গবেষণা দেখাচ্ছে, হিংসা এবং গণ-প্রতিরোধ অভিযানগুলির সাফল্যের হারের মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলায় এই সুফলগুলি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।[১৩]

অহিংস শৃঙ্খলা অর্জন করতে হলে আন্দোলনগুলির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে তাদের সংঘাত জারি রাখার জন্য গণ-প্রতিরোধ একটি কার্যকর উপায়। গণ-প্রতিরোধ কী-ভাবে কাজ করে সে-বিষয়ে তথ্য এবং এর ঐতিহাসিক নথি ঠিক সে-ভাবেই এই ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, যে-ভাবে একটি কার্যকরী সামগ্রিক-কৌশল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে বিজয়গুলিকে হাসিল করে এবং দেখায় যে গণ-প্রতিরোধে কাজ হয়। আন্দোলনগুলি অহিংস শৃঙ্খলাকে জোরদার করার মতো সংস্কৃতি ও নিয়মবিধি তৈরি করে একে সচলও রাখে। যেমন উদাহরণ হিসেবে, সার্বিয়ায় স্লোবোদান

মিলোশেভিচকে উৎখাত করে দেওয়া অটপোর আন্দোলন (Otpor movement) নতুন সদস্যদের সুসম্বদ্ধ ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল যাতে তারা বোঝে গণ-প্রতিরোধ কী-ভাবে কাজ করে এবং এবং অহিংস থাকা কেন গুরুত্বপূর্ণ।

অহিংস থাকার ব্যাপারে নীতিগত যুক্তি-তর্ক চালানোর জন্য এই প্রচেষ্টাগুলির কাছে কোনো একটি আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জনগণকেও অহিংস শৃঙ্খলার বাস্তব সুফলগুলির জোরকে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। একই সঙ্গে সে-সব ঘটনাগুলিকেও মনে রাখতে হবে যেখানে (সাম্প্রতিক কালে সব চেয়ে করুণ উদাহরণ হল সিরিয়া) গণ-প্রতিরোধের মধ্যে অধীরতা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব হিংসাত্মক বিশেষ-কৌশলের দিকে একটা বদলের জন্ম দিয়েছে, যার সর্বনাশা পরিণতি অনুমান করা যায়।

৪) গণ-প্রতিরোধে অসামরিক লোকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

যুক্তি দিয়ে দেখানো যায়, আন্দোলনের সাফল্যের জন্য গণ-প্রতিরোধে অসামরিক লোকদের উঁচু তলের অংশগ্রহণ হল একক বৃহত্তম ভবিষ্যবাচক।[১৪] কারণ এর থেকে বোঝা যায়, জনগণ যত কর্তৃত্ববাদীর উপর থেকে সম্মতি এবং আনুগত্য তুলে নেবে, কর্তৃত্ববাদী তত বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে, এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে থাকার চেষ্টা করার জন্য তাদের ব্যয়ও তত বেশি হবে। এ-ছাড়াও, আমরা বিশ্বাস করি যে, অসামরিক লোকদের অংশগ্রহণ বাড়লে দমনপীড়নের প্রতিঘাত হওয়ার সুযোগও বেড়ে যাবে এবং পরিমাণগত সাক্ষ্যপ্রমাণও বলছে যে, অসামরিক লোকদের অংশগ্রহণ আরও বাড়লে প্রতিপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে পক্ষত্যাগের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।[১৫]

অসামরিক লোকদের উঁচু তলের অংশগ্রহণের গুরুত্বের নিদর্শন রেখে ইজিপ্ট ও তিউনিশিয়ার ২০১১ সালের বিপ্লবগুলি বিভিন্ন জনসংখ্যা-গোষ্ঠীর পুরুষ ও নারী, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী, যুবক, মধ্যবয়েসি ও আরও বৃদ্ধ জনগণ, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রমিক, এবং শহুরে ও গ্রামীণ জনসমষ্টি নির্বিশেষে ব্যাপক সমর্থন জাগিয়ে তোলে। তুলনামূলক বিচারে, ১৯৮৯ সালে চিনের পড়ুয়া আন্দোলন এবং ২০০৯ সালের সবুজ আন্দোলন (Green Movement) উভয়ই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সমাবেশিত করলেও এবং খবরের শিরোনাম দখল করলেও, কোনোটিই কিন্তু নিজেদের ঘোষিত অভিলক্ষ্য

আংশিক ভাবেও অর্জন করতে পারেনি। এর কারণ হল, এদের কোনোটিই নিজেদের প্রাথমিক জনসংখ্যা-ভিত্তি ছাড়িয়ে ব্যাপক ভাবে পুরজন অংশগ্রহণকে ধারণ করে বেড়ে ওঠেনি।

গণ-প্রতিরোধে উঁচু তলের অংশগ্রহণ অর্জন করা হল প্রয়োজন-তালিকার প্রথম তিনটি বিষয়ের একটি বাস্তব স্ফুরণ। একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সংবদ্ধতা তৈরিতে সহায়তা করে এবং সমাবেশের উদ্দীপনা বাড়ায়। পরিচালন পরিকল্পনা আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করে এবং আন্দোলনের জন্য জনগণের বিভিন্ন রকম ঝুঁকি-সহিষ্ণুতা, দেওয়ার মতো সময়, এবং ত্যাগ-স্বীকারের সামর্থ্যকে খাপ খাইয়ে নিতে এক সারি বিশেষ-কৌশল জুগিয়ে দেয়। একটি কার্যকরী সামগ্রিক-কৌশল গরিব, ধনী, তরুণ, বৃদ্ধ, এবং এর মাঝামাঝি সব বয়েসিদের সামনে আন্দোলনকে সমর্থন দেওয়ার জন্য ছোট বা বড় কিছু-না-কিছু করার বিকল্প-উপায় জুগিয়ে দেয়। অহিংস শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে যে সবাই এতে অংশ নিতে পারে (এর বিপরীতে, সশস্ত্র প্রতিরোধে শুধু শারীরিক ভাবে সক্ষমরাই অংশ নিতে পারে) এবং অহিংস উপায়গুলি সমাজের সর্বস্তরের ব্যাপক অংশের কাছে অনেক বেশি আবেদনময় হয়ে উঠতে পারে।

৫) দমনপীড়নের ক্রমশ কমতে-থাকা অভিঘাত এবং ক্রমশ বাড়তে-থাকা প্রতিঘাত

কর্তৃত্ববাদীর হাতে সব চেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র হল দমনপীড়ন চালানোর সামর্থ্য, এবং কার্যকরী আন্দোলনগুলি শেখে কী-ভাবে এর ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে দমনপীড়নের অভিঘাত কমিয়ে আনতে হয়। তাদের কাছে এটা করার একটি পথ হল সঠিক ভাবে ঝুঁকির পরিমাপ ও বিশেষ-কৌশলের পছন্দ-বাছাই। কারণ সব বিশেষ-কৌশলই সমান ভাবে দমনপীড়নের ঝুঁকি সামলাতে পারে না। জন-বিক্ষোভের মতো কেন্দ্রীভূত কার্যকলাপ সহজেই দমনপীড়নের শিকার হতে পারে। কিন্তু বিকেন্দ্রীভূত বিশেষ-কৌশলগুলি, যেমন উপভোক্তা বর্জন, ঘরে-বসে-থেকে ধর্মঘট, অসুস্থতার কারণে স্কুল-কামাই, বা প্রকাশ্য স্থানে নাম-ছাড়া ছোট ছোট প্রতীক-ছবি দেখানোর উপর দমনপীড়ন চালানো কোনো শাসনযন্ত্রের পক্ষে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। এর কারণ হল কিছু কিছু বিশেষ-কৌশলের ক্ষেত্রে (যেমন উপভোক্তা বর্জন) অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় স্পষ্ট থাকে না (কাউকে দেখে বলার উপায় নেই যে একটি পণ্য সে বর্জন করছে কি না), বা যারা এ-সব ঘটাচ্ছে তারা থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এবং সহজেই অস্বীকার করে দিতে পারে (যেমন, ঘরে-বসে-থেকে ধর্মঘটের ক্ষেত্রে পুলিশকে প্রতিটি

শ্রমিকের ঘরে দেখা করতে যেতে হবে এবং অসুস্থতার কারণে স্কুল-কামাই করা অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি দাবি করতে পারে যে সে-দিন সে সত্যিই অসুস্থ ছিল)।

১৯৮৩ সালে চিলির একনায়ক অগাস্তো পিনোচেত-এর দমনপীড়নকে মোকাবেলা করার জন্য তার বিরুদ্ধে থাকা রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের একটি পথ খুঁজে বের করতে হয়েছিল। এক যুগ ধরে চলা গণ-গ্রেপ্তার, মৃত্যুদণ্ড, অত্যাচার ও গুম করে দেওয়ার আতঙ্কে জনগণ সংগঠিত হতে বা এক সঙ্গে সমাবেশিত হতে পারছিল না। এপ্রিল মাসে তামা খনি-শ্রমিকরা সান্তিয়াগো শহরের বাইরে এক ধর্মঘটের ডাক দেয়, কিন্তু পিনোচেত ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগেই খনি ঘিরে ফেলার জন্য তার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে রক্ত ঝরানোর হুমকি দেয়। এমন দমনপীড়নের মুখে শ্রমিক নেতারা ধর্মঘট থেকে সরে আসে এবং তার বদলে একটি জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয়, যেখানে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চায় এমন যে-কেউ কাজ করবে ধীরে, হাঁটবে ধীরে, গাড়ি চালাবে ধীরে এবং রাত আটটার সময় থালা-বাটি বাজাবে।[১৬] এ-সব কার্যকলাপে নজিরবিহীন এবং ব্যাপক অংশগ্রহণ চোখে পড়ে, এবং এখান থেকে মাসিক প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়। পিনোচেত-শাসনের মূল ভিত্তি ভয় ও ছিন্নবিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ কাটিয়ে ফেলার এটিই ছিল প্রথম বড়সড় কোনো পদক্ষেপ। এই কার্যকলাপগুলিতে অংশগ্রহণকারীদের ঝুঁকি ছিল সহনীয় মাত্রায় কম এবং এগুলিকে দমন করাও ছিল অসম্ভব। এ-রকম ব্যাপক বিকেন্দ্রীভূত বিশেষ-কৌশলের বিরুদ্ধে পিনোচেতের নিরাপত্তা-বাহিনীর কাছে কোনো উত্তর ছিল না।

দমনপীড়নের অভিঘাত কমানো অথবা এর ব্যয় এবং প্রতিঘাতের সম্ভাব্যতা বাড়ানোর অন্যান্য বিশেষ দিকগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু ক্ষোভকে অরাজনৈতিক ভাষায় সুগ্রথিত ভাবে তুলে ধরা (শাসনতন্ত্রের পতনের বদলে বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ জল এবং নিরাপদ বাসস্থান-এলাকার দাবি জানানো), পরবর্তী নেতৃত্বের একটি সুস্পষ্ট ধারা তৈরি করা এবং আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যকার সামাজিক দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন করা, যাতে আন্দোলনের উপর দমনপীড়নের আরও বেশি প্রতিঘাত হতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসেবে, নিরাপত্তা বাহিনী ২০১০ সালে ইজিপ্টবাসী ব্লগার খালেদ সাইদকে যখন দুর্নীতি ফাঁস করে দেওয়ার জন্য একটি ইন্টারনেট কাফে থেকে তুলে নিয়ে পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলে, তখন সাইদের

জীবনকে খাটো করার উদ্দেশ্যে ইজিপ্ট সরকারের প্রচেষ্টাকে “উই আর অল খালেদ সাইদ” নামের ভিন্নমতাবলম্বী ফেসবুক গোষ্ঠীটি পালটা বিরোধিতা করে। তাদের উপস্থিতি দিয়ে তারা স্পষ্ট করে দেয় যে সাধারণ ইজিপ্টবাসীর সঙ্গে সাইদের অনেক কিছুরই মিল ছিল। এই ভাবে গড়ে ওঠে দমনপীড়নের প্রতিঘাত।

৬) আন্দোলনের প্রতিপক্ষ থেকে পক্ষত্যাগের ঘটনা বেড়ে যাওয়া

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণ-প্রতিরোধ যত এগিয়ে চলে, এটি প্রায়শই প্রতিপক্ষের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমর্থকদের মধ্যে বিশ্বস্ততা-বদল এবং পক্ষত্যাগের ঘটনায় উৎসাহ দেয়। যেমন, সরকারের সংস্কারপন্থী ও কট্টরপন্থীরা নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার জন্যে প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিতে পারে। অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে আন্দোলনের দাবিগুলির সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য, যাতে ব্যাবসার পরিবেশ ফিরে আসে। সৈনিক, পুলিশ, আমলা ও এ-রকম অন্যান্যরা সহ শাসনতন্ত্রের কার্যনির্বাহীদের মধ্যেও বিশ্বস্ততা-বদল শুরু হয়ে যেতে পারে। সম্ভবত তার কারণ হল, হয় তারা আন্দোলনের দাবিগুলি যুক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছে, শাসনতন্ত্রটি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, অথবা তাদেরই পরিবারের কেউ বা বন্ধু-বান্ধব গণ-প্রতিরোধে অংশ নিয়েছে। এমনকী শাসনতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল অভিজাতরাও এর স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ শুরু করতে পারে এবং নিরপেক্ষ হয়ে যেতে পারে, যাতে গণ-প্রতিরোধ সফল হলে তাদের কাছে এটা ইতিহাসের ভুল পক্ষে থাকার ঝুঁকি না হয়ে যায়।

২০০৪ সালে ইউক্রেনের কমলা বিপ্লবে (Orange Revolution) ভিন্নমতাবলম্বীরা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করে পরিকল্পনামাফিক নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা খুঁজে বার করে।[১৭] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা তাদের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে যে তারা অহিংস ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। তারা নিরাপত্তা বাহিনীকে জনতার সেবা ও সুরক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানায়। সৌভ্রাত্র, শ্লোগান ও কার্যকলাপের মাধ্যমে (যেমন দাঙ্গা পুলিশকে গোলাপ ফুল দেওয়া) সামাজিক দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন করে। ক্ষমতাসীন শাসনতন্ত্রের দুর্নীতি ফাঁস করে দেয়। এবং অবশেষে নিরাপত্তা বাহিনীর ভিতরে বিশ্বস্ততা-বদলে ইন্ধন জোগায়। ফলে দমনপীড়ন চালানোর মুহূর্তে ইউক্রেনের বহু সেনা ও পুলিশ পুরোপুরি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে।

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

মিলোশেভিচের অধীনে সার্বিয়াতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রকাশ্যে পক্ষত্যাগ না করে নিরাপত্তা বাহিনী সোৎসাহে শাসনতন্ত্রের আদেশ পালন করা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। অটপোর আন্দোলনের (Otpor movement) ৫ অক্টোবরের চরম মুহূর্তে, বেলগ্রেডের জনতার ভিড়ের উপর হেলিকপ্টার থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক ছড়ানোর দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার কাজটি করতে অস্বীকার করে, দাবি করে যে আবহাওয়া স্পষ্ট না থাকায় সে ভিড়কে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। যদিও দিনটি ছিল রোদ-ঝলমলে। পরে সে মন্তব্য করে, এই আদেশ সে পালন করতে পারেনি তার কারণ, তার পরিবারের সদস্যরাও হয়তো সে-দিন সেই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিল।[১৮]

বোধোদয় বা আত্ম-স্বার্থ যেটা দিয়েই চালিত হোক না কেন, এ-ধরনের পক্ষত্যাগের ঘটনা অনেক সময়েই একটি গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি অনুঘটন প্রক্রিয়ার ফসল। প্রয়োজন-তালিকায় দেওয়া আগের দুটি ঝোঁকের মতোই এই ঝোঁকটিও কোনো আন্দোলনের ঐক্য, পরিকল্পনা ও অহিংস শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। প্রামাণ্য-তথ্য বলছে, বৈচিত্র্যময় অংশগ্রহণের উঁচু তলগুলির সঙ্গে কোনো পক্ষত্যাগের সুযোগ বৃদ্ধি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত। আবার ঐক্য, পরিকল্পনা এবং অহিংস শৃঙ্খলা এ-সবগুলিই ব্যাপক ও বহুবিচিত্র অংশগ্রহণে অবদান রাখে। বিশেষ করে পক্ষত্যাগে রাজি করাতে অহিংস শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ। একটি আন্দোলন যত ক্ষণ অহিংস থাকবে এবং হিংসাত্মক গণ-বিদ্রোহে উৎক্রমণকে এড়িয়ে থাকবে (যেমন ২০১১ সালে সিরিয়ায় যে দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছিল), তত ক্ষণ আরও একটি দিন লড়াই করার জন্যে আন্দোলনটি টিকে থাকতে পারবে ও পক্ষত্যাগের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে রাখতে পারবে। কোনো শাসনতন্ত্রের ভিতরে থাকা বিশ্বস্ততা-বদলের নিশানাগুলির অস্তিত্ব যদি হিংসাত্মক সংগঠিত-বিদ্রোহের কারণে বিপন্ন না হয়ে পড়ে, তবে তাদের পক্ষত্যাগের সম্ভাবনা-শক্তি কোনো কর্তৃত্ববাদী শাসনতন্ত্রের ক্ষমতা-কাঠামোর সংবদ্ধতার সামনে একটি ধারাবাহিক হুমকি হিসেবে থেকে যায়।

বাহ্যিক সহযোগীর প্রকৃত ব্যঞ্জনা

এই প্রয়োজন-তালিকাটি শুধু ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্যই পথনির্দেশ নয়। এই সব সংঘাতগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত নিজেদের কাজকর্মের মানোন্নয়নের জন্য অন্যান্য কাজের-এলাকাগুলিও একে ব্যবহার করতে পারে।

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

উদাহরণ হিসেবে, এই প্রয়োজন-তালিকাটি সাংবাদিকদের আরও গভীর উপলব্ধি নিয়ে গণ-প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। সাংবাদিকরা যদি কোনো সংঘাতকে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেখতে চান, এই তালিকা দেখিয়ে দেবে যে, হিংসা আরও তীব্র হতে পারে কি না তা নিয়ে দূরকল্পনা করার জন্য এক জন সাংবাদিককে ২০১৪ সালের গোড়ার দিকে কিয়েভ-এ মলোটভ ককটেলের জ্বলন্ত নিশানার সামনে ঠেলে দিলেই তা সংঘাতের ভিতরের চালিকা-শক্তিগুলিকে স্পষ্ট করে দেয় না। কিন্তু কোনো আন্দোলনের ঐক্য ও পরিকল্পনার অবস্থা, অহিংস শৃঙ্খলার ভিতরে ভাঙনের উৎস, অসামরিক লোকদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকা, কোনো আন্দোলনের উপর দমনপীড়নের অভিঘাত কমতে থাকা, এবং পক্ষত্যাগ দূরে থাক, নিরাপত্তা বাহিনী আদেশ পুরোপুরি মানছে কি না তা নিয়ে অনুসন্ধানই একটি ক্ষুরধার বিশ্লেষণ জুগিয়ে দেবে। এর সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর্থন হারানোর বিষয়টি সম্পর্কে উপলব্ধিকে যোগ করা যাক। এতে স্পষ্ট হবে যে এ-বছরের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শাসনযন্ত্র পরিচালিত সব চেয়ে ভয়াবহ হিংসার প্রতিঘাত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই কেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ইয়ানুকোভিচ পালিয়েছিলেন। আগে থেকেই সঠিক সূচকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে এই বিকাশগুলির আরও ভালো ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

২০১১ সালের দ্বিতীয় ভাগে যদি নীতি-নির্ধারকরা এগুলি বিবেচনা করতেন, তা হলে এই প্রয়োজন-তালিকাটি সিরিয়ার আসাদ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের বিজয়ের আরও বড় সুযোগগুলিকে দেখিয়ে দিতে পারত। শাসনযন্ত্র থেকে সেনাবাহিনীর ক্রমাগত বিশ্বস্ততা-বদলকে (কেবল সুন্নি সৈনিকরা ছাড়াও) বিজয়ের সব চেয়ে সেরা আশাভরসা হিসেবে দেখা যেতে পারত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রত্যাহার ছিল আরেকটি সূচক। এই আলোকে, ২০১২ সালের শুরুতে আসাদের অবশিষ্ট অ্যালাওয়াইট মিলিটারির মোকাবেলা করতে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির উৎসাহকে দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস হিসেবে যদি নাও দেখা হয়, একে উলটো ফল বলতেই হবে।

ভূমিজ জনগণের ক্ষমতার আন্দোলনে বাহ্যিক সহায়তা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মবিধি গড়ে তুলতে এই প্রয়োজন-তালিকা বিশেষ ভাবে কাজে লাগবে। যেমন উদাহরণ হিসেবে, প্রয়োজন-তালিকাটির প্রথম তিনটি সক্ষমতা হল দক্ষতা-নির্ভর, এবং এগুলিকে বিপুল তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে আরও বাড়ানো যেতে পারে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা-র (Universal Declaration of Human

Rights) ১৯তম অনুচ্ছেদ অনুসারে, নিপীড়করা তাদের সীমান্ত-এলাকা দিয়ে তথ্যের প্রবাহকে সীমিত করতে বা যে-সব নাগরিক সেই তথ্য ভিন্নমতাবলম্বীদের কাছে ফিরে পাঠায় তাদের শাস্তি দিতে পারে না। প্রয়োজন-তালিকার ছয়টি বিষয়ই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সম্পর্কে ভাবনা জাগাবে যা তিনটি সক্ষমতা ও তিনটি ঝোঁক নিয়ে চর্চাকে সহজ করে দিতে পারে।

প্রয়োজন-তালিকা এবং যে সংঘাতগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ গড়বে

যে পরিবেশে অহিংস সংঘাত চালানো হয় সেটি বেশ জটিল। জয়লাভের জন্য একটি সামগ্রিক-কৌশলের মধ্যে এক গুচ্ছ বিশেষ-কৌশলকে পর্যায়বিন্যস্ত করতে তৃণমূল স্তরে সমন্বয়-সাধন করার অভাবে অনেক সময়েই গণ-প্রতিরোধকারীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। জনগণের বিপন্ন জীবন ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার স্বাভাবিক ভয় তাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা তৈরি করতে পারে। এক জন উৎপীড়ক এটাই চায়, এবং এটা আবার উৎপীড়কের না-কমজোরি সম্পর্কেও মোহ তৈরি করতে পারে।

প্রয়োজন-তালিকাটি এই দিশেহারা ভাব কাটাতে এবং সামনে পথ কেটে এগতে ভিন্নমতাবলম্বীদের সাহায্য করতে পারে। কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারে, এত বেশি সংখ্যায় পরিবর্তী যেখানে সক্রিয়, সেখানে উৎপীড়নের অবসান ঘটাতে একটি প্রয়োজন-তালিকা একেবারে অতি-সরলীকরণ হয়ে যাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতের সংঘাতগুলি চলার সময় নির্ণায়ক সিদ্ধান্তগ্রহণকে মূল্যায়ন করতে হলে সেই নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ উপাদানগুলির দিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া দরকার।

যাই হোক, প্রয়োজন-তালিকাটি কোনো একটি অবস্থার বিশেষ নির্দিষ্ট উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করতে বলে না, বরং একটি ব্যাপকতর সামগ্রিক-কৌশলগত রূপরেখার প্রাসঙ্গিকতায় সেই উপাদানগুলিকে বোঝার জন্য স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় কী-ভাবে ও কেন গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন জয়ী হতে পারে। অতুল গাওয়ান্দে অন্যান্য আরও এক গুচ্ছ বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রয়োজন-তালিকাটির গুরুত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> প্রয়োজন-তালিকাটি আমরা যা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজের দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা থেকে যে-কাউকে সুরক্ষা দিতে পারে, এমনকী অভিজ্ঞদেরও। এগুলি এক ধরনের নিরূপণ

© ২০14 পিটার অ্যাকারম্যান এবং হার্ডি মেরিম্যান

> জালিকা জুগিয়ে দেয়। সেগুলি আমাদের সবার মধ্যে সহজাত মানসিক ত্রুটিগুলিকে ধরে ফেলে — যেমন স্মৃতি, মনোযোগ ও পুঙ্খানুপুঙ্খতার ত্রুটিগুলি...।[১৯]
>
> সত্যিকারের জটিলতার পরিস্থিতিতে — যেখানে প্রয়োজনীয় জ্ঞান কোনো ব্যক্তি-মানুষের সাধ্যকে ছাপিয়ে যায় এবং অননুমেয়তা আধিপত্য করে... [কার্যকরী প্রয়োজন-তালিকাগুলি] সেখানে নিশ্চিত করে দেয় যে অর্থহীন মনে হলেও নির্ণায়ক খুঁটিনাটি কিছুই নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না, এবং... নিশ্চিত করে দেয় যে জনগণ আলোচনা করছে এবং সমন্বয় রাখছে... যাতে সূক্ষ্ম তারতম্য এবং অননুমেয়তাকে তাদের সাধ্যমতো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।[২০]

উৎপীড়ক অথবা গণ-প্রতিরোধকারীর মধ্যে কে জিতবে সে-ব্যাপারে এই প্রয়োজন-তালিকা চূড়ান্ত সূচক না-ও হতে পারে। যাই হোক, স্বাধীনতার জন্য নাগরিকদের দাবি কী-ভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসনযন্ত্রের দৃঢ়-সুরক্ষা উপড়ে ফেলতে পারে তা বোঝার জন্য নির্ণায়ক ও ধারাবাহিক এক-গুচ্ছ সূচক হিসেবে এই প্রয়োজন-তালিকা সাহায্য করতে পারে।

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

© ২০১৪ পিটার অ্যাকারম্যান এবং হার্ডি মেরিম্যান

সমাপ্তি টীকা

[১]এরিকা চেনোওয়েথ ও মারিয়া স্টেফান-এর গবেষণার উপর ভিত্তি করে — যারা ১৯০০–২০০৬ সালের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে এবং এলাকায় সরকারের পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত ১০৫টি গণ-প্রতিরোধ অভিযানকে চিহ্নিত করেছেন।

এরিকা চেনোওয়েথ ও মারিয়া স্টিফেন। ২০১১। *হোয়াই সিভিল রেজিস্ট্যান্স ওয়ার্কস: দ্য স্ট্র্যাটেজিক লজিক অব ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট*। নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ৬।

NAVCO 1.1 প্রামাণ্য-তথ্য পাওয়া যাবে এই লিঙ্কে:
http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html

[২]*হাউ ফ্রিডম ইজ ওয়ান: ফ্রম সিভিক রেজিস্ট্যান্স টু ডুরেবল ডেমোক্র্যাসি* গবেষণায় ১৯৭২-২০০৫ সালের মধ্যে গণতন্ত্রের দিকে ৬৭টি উৎক্রমণ নিয়ে বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে। গবেষকরা দেখেছেন যে:

"একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থাগুলির পতনের ফলে এবং/অথবা টুকরো টুকরো হয়ে-যাওয়া বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলি থেকে নতুন রাষ্ট্রগুলি জন্ম নেওয়ার ফলে যে-সব দেশগুলিতে উৎক্রমণ শুরু হয় সেগুলির ৬৭টি উৎক্রমণের মধ্যে ৫০টিতে বা ৭০ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে পুরজন-প্রতিরোধের শক্তিমত্তা ছিল একটি মুখ্য চালিকা উপাদান। যে ৫০টি দেশে পুরজন-প্রতিরোধ একটি মুখ্য সামগ্রিক-কৌশল ছিল (অর্থাৎ, যে-সব দেশে পুরজন বাহিনীর প্রচেষ্টায় উৎক্রমণ ঘটেছিল বা যে-সব দেশে মিশ্র উৎক্রমণের পেছনে পুরজন বাহিনী ও ক্ষমতাধরদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল), তাদের কোনোটিই স্বাধীন দেশ ছিল না। ২৫টি ছিল আংশিক মুক্ত দেশ। ২৫ টি ছিল না-মুক্ত দেশ। আজ (২০০৫ সাল), উৎক্রমণের বহু বছর পর এই সব দেশগুলির মধ্যে ৩২টি মুক্ত, ১৪টি আংশিক মুক্ত ও মাত্র ৪টি না-মুক্ত।"

পিটার অ্যাকারম্যান ও অ্যাড্রিয়ান ক্যারাটনিকি। ২০০৫। *হাউ ফ্রিডম ইজ ওয়ান: ফ্রম সিভিক রেজিস্ট্যান্স টু ডুরেবল ডেমোক্র্যাসি*। ওয়াশিংটন, ডিসি: ফ্রিডম হাউস। পৃষ্ঠা ৬-৭।

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

[৩]এলিনর মার্চেন্ট, অ্যাড্রিয়ান ক্যারাটনিকি, আর্চ পুডিংটন ও ক্রিস্টোফার ওয়াল্টার। ২০০৮। *এনেবলিং এনভায়রনমেন্টস ফর সিভিক মুভমেন্টস অ্যান্ড দ্য ডাইনামিক্স অব ডেমোক্র্যাটিক ট্রানজিশন*। ফ্রিডম হাউস স্পেশাল রিপোর্ট। জুলাই ১৮। পৃষ্ঠা ১।

[৪]ওই, পৃষ্ঠা ১।

[৫]এরিকা চেনোওয়েথ ও মারিয়া স্টিফেন। ২০১১। *হোয়াই সিভিল রেজিস্ট্যান্স ওয়ার্কস: দ্য স্ট্র্যাটেজিক লজিক অব ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট*। নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ৬।

[৬]ওই, পৃষ্ঠা ৯

[৭]ওই, পৃষ্ঠা ৬৮

[৮]ওই, পৃষ্ঠা ৬২

[৯]এরিকা চেনোওয়েথ। ২০১৪। *ট্রেন্ডস ইন সিভিল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড অথোরিট্যারিয়ান রেসপন্সেস। দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল ফিউচার অব অথোরিট্যারিয়ানিজম প্রোজেক্ট*। এপ্রিল ১৫।

[১০]এরিকা চেনোওয়েথ ও মারিয়া স্টিফেন। ২০১১। *হোয়াই সিভিল রেজিস্ট্যান্স ওয়ার্কস: দ্য স্ট্র্যাটেজিক লজিক অব ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট*। নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ৬৬।

[১১]থমাস সি. শেলিং। ১৯৬৮। অ্যাডাম রবার্টস সম্পাদিত *সিভিলিয়ান রেজিস্ট্যান্স অ্যাজ অ্যা ন্যাশনাল ডিফেন্স: ননভায়োলেন্ট অ্যাকশন এগেন্স্ট অ্যাগ্রেসন* বইয়ের "সাম কোশ্চেনস অন সিভিলিয়ান ডিফেন্স"। হ্যারিসবার্গ, পিএ: স্ট্যাকপোল বুকস। পৃষ্ঠা ৩০৪।

[১২]পিটার অ্যাকারম্যান ও জ্যাক দ্যু ভ্যাল। ২০০০। *আ ফোর্স মোর পাওয়ারফুল: আ সেঞ্চুরি অব ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট*। লন্ডন। সেন্ট মার্টিন'স প্রেস/প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান। পৃষ্ঠা ১১৩-১৭৪।

[১৩]এরিকা চেনোওয়েথ ও মারিয়া স্টিফেন। ২০১১। *হোয়াই সিভিল রেজিস্ট্যান্স ওয়ার্কস: দ্য স্ট্র্যাটেজিক লজিক অব ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট*। নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ৩০-৬১।

[১৪]ওই, পৃষ্ঠা ৩০-৬১।

[১৫]ওই, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৯।

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।

© ২০১৪ পিটার অ্যাকারম্যান এবং হার্ডি মেরিম্যান

[16] *আ ফোর্স মোর পাওয়ারফুল*। পরিচালক: স্টিভ ইয়র্ক। ইয়র্ক জিমারম্যান। ২০০০। ফিল্ম।

[17] বিনেন্দজিক, অ্যানিকা লক ও ইভান মারোভিক। ২০০৬। পাওয়ার অ্যান্ড পারসুয়েশন: ননভায়োলেন্ট স্ট্র্যাটেজিস টু ইনফ্লুয়েন্স স্টেট সিকিউরিটি ফোর্সেস ইন সার্বিয়া (২০০০) অ্যান্ড ইউক্রেন (২০০৪)। *কমিউনিস্ট অ্যান্ড পোস্ট-কমিউনিস্ট স্টাডিজ* ৩৯, ৩ সংখ্যা (সেপ্টেম্বর), পৃষ্ঠা ৪১১-৪২৯।

[18] নেবোসা কভিক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ভেসেরনিয়ে নোভোস্তি, ২ অক্টোবর, ২০১০।

[19] গাওয়ান্দে, অতুল। ২০০৯। *দ্য চেকলিস্ট ম্যানিফেস্টো: হাউ টু গেট থিংস রাইট।* নিউ ইয়র্ক: পিক্যাডর। পৃষ্ঠা ৪৭।

[20] ওই, পৃষ্ঠা ৭৯।

এই অধ্যায়টি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে: ম্যাথু বারোজ এবং মারিয়া জে. স্টেফান (সম্পা.), *ইজ অথোরিট্যারিয়ানিজম স্টেজিং আ কামব্যাক?*, ওয়াশিংটন ডিসি: দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল, ২০০৫।